

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। সাম্যের অধিকার হল রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগসুবিধার অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে 14-18 নং ধারায় সাম্যের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। 14-18 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি হল—

14 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

ভারতীয় সংবিধানের 14 নং ধারায় বলা হয়েছে—ভারতের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার এবং আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল স্বপদে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাবে না।

15 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

রাষ্ট্র জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন—15/3 নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র শিশু, নারী ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

16 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

রাষ্ট্র, জাতিধর্মবর্ণভেদে কোনো নাগরিককে সরকারি চাকরির জন্য অনুপযুক্ত বলে গণ্য করতে পারবে না। আবার এই ধারারও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—রাষ্ট্র অনগ্রসর শ্রেণির জন্য চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে।

17 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ভারতে অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধ।

18 নং ধারায় বর্ণিত বিষয়

বিশেষ সামাজিক মর্যাদাসূচক খেতাব প্রদান ও তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল—রাষ্ট্র সামরিক ও বিদ্যা বিষয়ক গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি খেতাব দিতে পারে।

মূল্যায়ন: ভারতে অর্থনৈতিক সাম্য অস্বীকৃত। মার্কসবাদীরা বলেন অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সকলপ্রকার সাম্য অর্থহীন।